প্রিয় সুধী,

আপনাকে কথা দিয়েছিলাম বৈশাখী মেলা নিয়ে লিখব। দুমাস অতিবাহিত হয়ে গেছে এর মধ্যে। কিন্তু তবুও লিখছি, কারণ বৈশাখী মেলা শেষ হয়ে গেছে তা ঠিক, কিন্তু বাংলা নববর্ষ তো চলছে। বৈশাখী মেলা বাংলা নববর্ষের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তার রেশ এখনও রয়ে গেছে।

সিডনীতে বৈশাখী মেলার শুরু ১৩ বছর আগে। একজন মুক্তমনের মানুষ স্বপ্ন দেখেছিলেন কিভাবে সিডনীতে বাঙ্গাঁলী সমাজকে একত্র করে বাংলা সংস্কৃতিকে ধরে রাখা যায়। বাংলা ১৪০০ সালের নববর্ষে বৈশাখী মেলা দিয়ে তাঁর স্বপ্ন স্বার্থক হয়েছিলো। এরও চার বছর আগে মানুষটির উৎসাহ ও চেষ্টায় অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে জন্ম নিয়েছিলো বঙ্গঁবন্ধু পরিষদ। বঙ্গঁবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন, স্বর্গীয় সভাপতি গাজী রুহুল হক উজ্জ্বলের কথা বলছি। তাঁর কথা লিখতে গেলে কলমের কালির অকুলান হবে। সুতরাং তাঁর কথা রেখে তাঁর কীর্তির কথায় আসা যাক।

১৩ বছর আগে হাতে গোনা যায় এমন গুটি কতক বাঙ্গাঁলী ছিলেন সিডনী শহরে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গাঁলী সমাজকে নিয়ে শুরু হলো বাংলা নববর্ষের বৈশাখী মেলা। বাংলা নববর্ষে বৈশাখী মেলা অনেক দেশের বাঙ্গাঁলী সমাজ করে থাকেন। কিন্তু ১৩ বছর আগে ক'জন প্রবাসী বাঙ্গাঁলীর মাথায় এই চিন্তা এসেছিল তা আমার জানা নেই। মেলা উদ্বোধন করেন সেই সময় অষ্ট্রেলিয়ার নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সম্ভবতঃ মেজর জেনারেল মঈনুল ইসলাম। বাংলা নববর্ষের সেই দিনটি বাঙ্গাঁলীদের জন্য রঙ্গেঁ রসে উল্লাসে আনন্দে পুরাতন জীর্নতা ভুলে গিয়ে জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে তুলেছিল। সেই দিনটি স্মৃতিকথা হয়ে আছে অনেকের মনের গহনে।

বঙ্গঁবন্ধু পরিষদ একটি দিনের জন্য সম্পূর্ণ বাঙ্গাঁলী পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে সবাইকে বাঙ্গাঁলী পোশাক পরতে অনুরোধ করেছিলো। মহিলারা রং-বেরংয়ের শাড়ী ও ঝলমলে গহনায় নিজেদেরকে মোহিনী করে তুলেছিলেন। পুরুষরা কুর্তা পায়জামা এবং কিছু কিছু হিন্দু বাঙ্গাঁলী ধুতী পাঞ্জাবীতে নিজেদেরকে ভূষিত করেছিলেন। সে এক অপূর্বর দৃশ্য। বঙ্গঁবন্ধু পরিষদ বিনামূল্যে খিচুরী ও ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে মধ্যাহ্নভোজে সবাইকে পরিতৃপ্ত করেছিলো। সে এক কিংবদন্তী হয়ে আছে। সামান্য কয়েকটি ষ্টল ছিল যাতে ঝালমুড়ি, পিঠা, মিষ্টি, পরোটা-কাবাব, লুচি-তরকারী, শাড়ী, কাপড় ইত্যাদি বিক্রি হয়েছিল।

১৩ বছর আগে লোকসংখ্যা খুবই কম ছিল, কিন্তু সবার সাথে সবার ছিল চেনা পরিচয়। আন্তরিকতার অভাব ছিলনা। সবচাইতে আকর্ষনীয় ছিল বিকেলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুই বাংলার (এপাড়-ওপাড়) স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা অনুষ্ঠানটি ছিল নাচে গানে ভরপূর। সিডনীতে ১৩ বছর যাবত বাংলা নববর্ষে বৈশাখী মেলা একই নিয়মে একই স্থানে হয়ে

আসছে। গত ১৬ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে বৈশাখী মেলার আয়োজন করেছিলেন বঙ্গঁবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়া। প্রতি বছরের মত এবারের মেলাও ছিল জমজমাট। মেলার লেকসংখ্যা পাঁচগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের ভিড়ে হাঁটা দুষ্কর। ষ্টল এর সংখ্যাও প্রচুর। শাড়ী গহনার ঝলমলানী আরো বেড়েছে। এখন আর ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোক চোখে পড়ে না। বিনামূল্যে খিচুরি ইলিশ মাছ ভাজা পরিবেশনও বন্ধ হয়ে গেছে।

এবারের মেলায় শতকরা ৯০ ভাগ অচেনা মুখ দেখে মনটা ফিরে গেল সেই ১৩ বছর আগের প্রথম বৈশাখী মেলায়। মনে হলো মানুষের মাঝে আন্তরিকতার অভাব ঘটেছে। বর্তমান সভাপতি ডঃ আবদুর রাজ্জাক তার সংগঠন নিয়ে একই রকম আছেন। আন্তরিকতার ত্রুটি নেই। তবে কি আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে! অথবা যুগের পরিবর্তনে সামাজিক পরিস্থিতির চাপে মানুষ তার মনের কোমল অনুভূতি গুলো হারাতে বসেছে। মেলার আনন্দের মধ্যেও একটা কষ্ট থেকে যাচ্ছে।

এবারের বাংলা নববর্ষে পৃথিবীর সব বাঙ্গাঁলীদের জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা। আর প্রবাসী বাঙ্গাঁলী ভাই-বোনদের কাছে একটি নিবেদন- বাংলার চর্চ্চা করুন, বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ভালবাসুন। বাঙ্গাঁলীর জাতীয়বাদী চেতনার উম্মেষ ঘটিয়ে সহস্র বছরের স্বাধীনতার স্পৃহাকে সজীবতা দান করে যে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে, সেই দেশকে সম্মান করুন এবং নতুন প্রজন্মকে সম্মান করতে শিক্ষা দিন।

শুভ নববর্ষ - **মহুয়া হক**